যুগান্তর

তারিখ 28 AUG 201
পৃষ্ঠা 20 কলাম 7

শিক্ষা ভবনের হালচাল

ঘুষখোর কর্মচারীকে বদলি করায় কর্মচারী সমিতির মহড়া

যুগান্তর রিপোর্ট

ঘুষখোর এক কর্মচারীকে বদলির জের ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মচারীরা দিনভর মহড়া দিয়েছে। সোমবার এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। ফলে সেবাপ্রার্থী শত শত শিক্ষক ভোগান্তিতে পড়ে। জানা গেছে, মাউশির মাদ্রাসা শাখার কেরানী আবদুল আজিজ পটুয়াখালীর একটি মাদ্রাসার শিক্ষকের এমপিও (বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ) করিয়ে দেয়ার নামে ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে। কিন্তু এরপরও বিগত প্রায় এক বছর ধরে ওই শিক্ষক এমপিও পাচ্ছিলেন না। বিলম্বের কারণে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার উপ-পরিচালক আবুল হোসেন এবং সহকারী পরিচালক সিদ্দিকুর রহমানও দেন-দরবার করেন। কিন্তু ওই আবদুল আজিজ রহস্যজনক কারণে কারও কথাই পাত্তা দেননি। তারাও দেন-দরবার করে শিক্ষকটিকে এমপিও পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেননি। বরং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানোর কারণে ওই শিক্ষককে হুমকি দেয়া হয়। এরই মধ্যে বিষয়টি

মহড়া : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

মহড়া : কর্মচারী সমিতির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়। ১৩ আগস্ট যুগান্তরে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ বিষয়টিও উঠে আসে। তারই ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে মাউশি কর্তৃপক্ষ আবদুল আজিজকে রোববার ঢাকার বাইরে বদলি করে। এতে সে ক্ষুব্ধ হয় এবং কর্মচারী সমিতির নেতাদের নিয়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে সোমবার মহড়া দেয়। কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অহিদুজ্জামানের কাছে জানতে চাইলে মহড়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে পত্রিকায় রিপোর্ট হওয়ার কারণে বদলি করা হয়েছে। সে সমিতির সদস্য। সদস্য হিসেবে তারা তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি জানান, তারা কর্মবিরতি করেননি। বিষয়টি জানতে কিছু সময়ের জন্য কাজ বন্ধ করে মহাপরিচালকের কাছে যান। মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদ বলেন, কর্মচারীদের মহড়া বা কর্মবিরতির কথা তিনি জানেন না। এ সময় তিনি বলেন, বদলি চাকরির অংশ। এটা নিয়ে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারবে না। এদিকে নাম প্রকাশ না করে মাউশির একাধিক সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মাউশি দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারীদের হাতে জিম্মি। কর্মকর্তাদের অনেকেই সেখানে পুতুল হিসেবে বসে থাকেন। আবদুল আজিজ যে ইস্যুতে ফেঁসে গেছে, সেই ইস্যুতে পয়সা নিয়ে তা ঊর্ধ্বতন পর্যায় পর্যন্ত মোট ৫টি ভাগ হয়েছে। এ কারণে আজিজদের খুঁটির জোর বেশি। সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশের পর খোদ শিক্ষামন্ত্রী অ্যাকশনের নির্দেশ দেন। বাধ্য হয়ে তাকে কর্তৃপক্ষ বদলি করে। কিন্তু এখন কর্মচারীরাই ওদের বিরুদ্ধে কেস করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে বদলি ঠেকানোর হুমকি ও মহড়া দিচ্ছেন। এখানেই শেষ নয়, মাউশিতে যেসব কর্মকর্তা সৎ হিসেবে পরিচিত তাদের অনেকেই সিন্ডিকেটভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারণে টিকতে পারেননি। তাদের ভবনের বাইরে বদলি করে দেয়া হয়েছে। এই বদলির তালিকায় সর্বশেষ যুক্ত হন পরিচালক অধ্যাপক শফিকুর রহমান। তাকে সম্প্রতি কবি নজরুল সরকারি কলেজে বদলি করা হয়। এছাড়া উপ-পরিচালক ড. জাহাঙ্গীরকেও সম্প্রতি ইডেন মহিলা কলেজে বদলি করা হয়েছে। এর আগে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একজন শিক্ষকের সরাসরি ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ করার পর আরও এক কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। ওই ঘটনায় কর্মচারীরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল বলে জানা যায়।